প্রথম আলো
তারিখ 08 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের সাত মামলা

লালপুরে ভুয়া শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

নাটোরের লালপুরে একটি বিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ঘটনায় আটটি মামলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহীর সহকারী পরিচালক ওয়াজেদ আলী গাজী বাদী হয়ে গতকাল বুধবার মামলাগুলো করেন।

সাতটি মামলায় নাটোরের তৎকালীন (বর্তমানে নওগাঁয় কর্মরত) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে প্রধান আসামি করা হয়। এ সাতটি মামলার প্রতিটিতেই একজন করে ভুয়া শিক্ষক আছেন। সাতটি মামলার একটিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এক উপপরিচালক ও দুই সহকারী পরিচালককেও আসামি করা হয়েছে।

গত ২৯ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* 'লালপুরে ১২ বিদ্যালয়ের ৪৫ ভুয়া শিক্ষক এমপিওভুক্ত' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

মামলার অপর আসামিরা হলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকার উপপরিচালক সাধন কুমার বিশ্বাস, সহকারী পরিচালক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ও আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী, লালপুর থানা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক অফিস সহকারী আলতাফ হোসেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যোবেদা খাতুন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি হযরত আলী, ভুয়া শিক্ষক হাসেম আলী, বিধান কুমার মণ্ডল, আয়েশা খাতুন, সামিউল আলম, রইস উদ্দিন, সাবিনা পারভিন, আফরোজা খাতুন ও বিষ্ণুপদ সূত্রধর।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, লালপুর থানা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ২০১৩ সালের নভেম্বরে এমপিওতে তিনজন ও পরের এমপিওতে আরও পাঁচজন ভুয়া শিক্ষকের বেতন হয়েছে। ওই শিক্ষকদের ভুয়া কাগজপত্রে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর প্রতিস্বাক্ষর রয়েছে। তিনি শিক্ষকদের বেতনের জন্য এমপিওভুক্তি-সংক্রান্ত ছকে ভুয়া প্রতিবেদন তৈরি করে ২০১১ সালের ১৬ আগস্ট ঢাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। এই ভুয়া কাগজপত্রে বিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যোবেদা খাতুন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি হযরত আলীও স্বাক্ষর করেছেন। ভুয়া শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের কাগজপত্র দিয়ে বেতন করে এনেছেন বিদ্যালয়ের সাবেক অফিস সহকারী আলতাফ হোসেন। এ ছাড়া জাল সনদ ব্যবহার করার জন্য ভুয়া শিক্ষক সাবিনা পারভিনের নামে আলাদা একটি মামলা করা হয়েছে।

এই শিক্ষকেরা সবাই দুদকের সহকারী পরিচালক ওয়াজেদ আলী গাজীর কাছে লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তাতে তাঁরা বলেছেন, তাঁরা লালপুর থানা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক অফিস সহকারী আলতাফ হোসেনের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন। এ জন্য তাঁরা আলতাফকে কী পরিমাণ টাকা দিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছেন।

তবে সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যোবেদা খাতুন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি হযরত আলী তদন্তে দুদকের কর্মকর্তার কাছে দাবি করেছেন, ওই শিক্ষকদের নিয়োগপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। তবে ঢাকায় হস্তলিপি বিশারদের কাছে তাঁদের স্বাক্ষর যাচাই করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে ভুয়া নিয়োগপত্রে দেওয়া তাদের স্বাক্ষর আসল। এ জন্য তাঁদেরও এই মামলায় আসামি করা হয়েছে।

একটি মামলার এজাহারে উল্লেখ রয়েছে, হাসেম আলী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ২০১১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে জাল সনদ ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। ওই পদে স্থগিতাদেশ পাওয়ার পর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এ ঘটনায় অপর আসামিদের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক সাধন কুমার বিশ্বাস এবং সহকারী পরিচালক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ও আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরীকেও আসামি করা হয়েছে।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাই তালুকদার থানায় আটটি মামলা দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলাগুলো দুর্নীতি দমন কমিশনই তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

> এ সাতটি মামলার প্রতিটিতেই একজন করে ভুয়া শিক্ষক আছেন। সাতটি মামলার একটিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এক উপপরিচালক ও দুই সহকারী পরিচালককেও আসামি করা হয়েছে